তারিখ ... 16 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাস এক মাসে দশ সন্ত্রাসী ঘটনা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বামী-স্ত্রী কিংবা সহপাঠী অথবা বান্ধবীসহ বেড়াতে আসলেই বিপদে পড়তেই হবে। হয় টাকা দাবি করে বসবে না দিলে মোবাইল ফোন কেড়ে নেবে। কিছুই না দিলে মারধর করে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়িতে যেতে হবে। সেখানে হয় দীর্ঘক্ষণ হাজতবাস, টাকা দিলে মুক্তি- এভাবেই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এসব ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত কয়েকজন মাস্টার রোলের কর্মচারী আর ছাত্রলীগ নামধারী কয়েকজন সন্ত্রাসী। এদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও অসহায়। কারণ এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতাপশালী একজনের ক্যাডার।

গত এক মাসে মোবাইল আর টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১০টি। সর্বশেষ শনিবার রাতে রংপুর কারমাইকেল কলেজের দুই সহপাঠী হয়েছেন সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার। তাদের অপরাধ তারা সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসে গল্প করছিলেন। সন্ত্রাসীদের হামলা, টাকা দাবি, মোবাইল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা। ব্যর্থ হয়ে হামলা-মারধর। অপহরণ করে জিম্মি করে টাকা দাবি, না দেয়ায় পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত হাজতখানায় অবস্থান। পরে মুক্তি মিললেও সন্ত্রাসীরা হাতিয়ে নিয়েছে বেশ কিছু টাকা।

অভিযোগে জানা গেছে, রংপুর কারমাইকেল কলেজের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র অতুল চন্দ্র তার সহপাঠী এক বান্ধবীসহ পাশেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে গিয়েছিল শনিবার সন্ধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মসজিদের পেছনে একটি স্থানে বসে তারা গল্প করাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার রোলের কর্মচারী শাওন, নুরন্নবী, সানোয়ার ও ছাত্রলীগ নামধারী এক নেতার নেতৃত্বে কয়েকজন সেখানে গিয়ে অতুল চন্দ্র ও তার বান্ধবীকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়। একপর্যায়ে তারা টাকা দাবি করে না হলে পুলিশে দেবে বলে হুমকি প্রদান করে। এ সময় তারা প্রতিবাদ করলে দু'জনকেই লাঞ্ছিত করে তারা। একপর্যায়ে তাদের কাছে থাকা দুটি দামি মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক ৩

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এরপর দু'জনের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই কর্মচারী ও কথিত নেতা আবারও তাদের ক্যাম্পাসের বাইরে তাদের আটক করে ১০ হাজার টাকা দাবি করে। একপর্যায়ে অতুল চন্দ্রের বান্ধবীকে ছেড়ে দিয়ে টাকা বিকাশে পাঠিয়ে দিতে বলে। কিন্তু অতুলের বান্ধবী টাকা না দিলে আবারও তারা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে অতুল চন্দ্রকে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই এরশাদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দু'জনকে ফাঁড়িতে নিয়ে আসার কথা স্বীকার করে বলেন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের স্বজনদের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে অতুল চন্দ্র অভিযোগ করেন তাকে অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল পরে সে কোন রকমে ছাড়া পেয়েছে। সে জানায় যারা তার কাছে টাকা দাবি করেছিল তারা বলেছিলো সরকার তাদের তারা যা বলবে সেভাবেই হবে পুলিশ নাকি কোন বিষয় নয়।

এভাবে গত এক মাসে ১০ জন নারী ও পুরুষ ক্যাম্পাসে বেড়াতে এসে লাঞ্ছিত হয়েছে খুইয়েছে নগদ অর্থ সহ মোবাইল ফোন। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরো জানান ক্যাম্পাসে ওই তিন কর্মচারী বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে আসছে।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শাহিন ইসলামের সাথে রোববার দুপুরে যোগাযোগ করা হলে তিনি শনিবার রাতে দুই কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীকে আটক করার কথা স্বীকার করে বলেন তিনিও ঘটনাটি শুনেছেন। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়িকে ফোন করে জানিয়েছেন। তিনি এসে বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু পরে এসে জানতে পারেন তাদের জিম্মা নামা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে ৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার রোলের কর্মচারী। তবে তারা সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করে। বরং তারা তাকে জানিয়েছে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে মসজিদের পেছনে কারমাইকেল কলেজসহ বহিরাগত ছেলে মেয়েরা বেড়াতে আসার নামে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ায় তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। তবে চাঁদাবাজি বা অন্য কোন অপরাধের কোন লিখিত অভিযোগ তিনি পাননি বলে জানান।